

**বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে
সাংসদ রনির
দলীয় কার্যালয়**

পদ্মাচিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ●



ফকরুদ্দীন আওয়ামী
দলীয় বিজ্ঞপ্তি
জন্মিয়ে পড়া সাংসদ
পোলাম মাওলা রনির
ফকরুদ্দীন ও প্রভাব
খাটিয়ে পটুয়াখালীর
পদ্মাচিনা মহল
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

একটি শ্রেণীকক্ষ দলীয় কার্যালয়
হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ, দলীয়
নেতা-কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষা
অনুযায়ী, এই কক্ষ উপজেলা আওয়ামী
দলের (রনি-সমর্থিত অংশ) কার্যালয়
হিসেবে জড়া নিয়ে সেখানে তিন বছর
ধরে দলীয় কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে যাচ্ছেন
সাংসদের অনুসারী নেতা-কর্মীরা।
আড়াই বছর আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
শ্রেণীকক্ষটি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ
দিলেও দখল ছাড়া হয়নি।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো.
শাহ আলম জানান, বিদ্যালয়ে
প্রবেশপত্রের বা দিকের ওই কক্ষ
ব্যবহারের জন্য জড়া চেয়ে উপজেলা
আওয়ামী দলের সভাপতি মো.
রেজাউল করিম ও সাধারণ সম্পাদক
মো. সহিদুল আলম (দুজনেই সাংসদ-
সমর্থিত অংশের নেতা) সিঁথিত
এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১ঃ

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে সাংসদ রনির দলীয় কার্যালয়

শেষ পৃষ্ঠার পর
আবেদন করেছিলেন। আবেদনের
পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ২৯
আগস্ট পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত
অনুযায়ী মাসিক চার হাজার টাকা
কক্ষটি জাড়া দেওয়া হয়।
পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো.
নাসির উদ্দিন বলেন, সাংসদ তাঁর
বসার জন্য একটি কার্যালয় স্থাপনে
ওই কক্ষ জাড়া নিতে অগ্রহ প্রকাশ
করেন। পরে তাঁর অনুসারীরা
সেখানে দলীয় কার্যালয় স্থাপন
করেন। ওই সময় সাংসদের চাপে
পড়ে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ
কক্ষটি জাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
প্রধান শিক্ষক বলেন, কক্ষটি
জাড়া দেওয়ার সময় পূর্ত অনুযায়ী
অগ্রিম এক লাখ টাকা পরিশোধ করা
হলেও তিন বছরে আর কোনো জাড়া
পাওয়া যায়নি।
শ্রেণীকক্ষ রাজনৈতিক দলের

কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য
জাড়া দেওয়া হলে কেন—এমন
প্রশ্নের জবাবে পরিচালনা পর্ষদের
সদস্য মো. খসরু মিয়া বলেন,
কক্ষটি আগে উত্তরা ব্যাংকের গাথা
কার্যালয়ের জন্য জাড়া দেওয়া ছিল।
এরই ধারাবাহিকতায় পরে
রাজনৈতিক দলের কার্যালয় হিসেবে
জাড়া দেওয়া হয়। তবে কয়েকজন
শিক্ষার্থী দাবি করেন, ২০১০ সালে
কক্ষটি জাড়া দেওয়ার দুই সপ্তাহ
আগেও সেখানে জ্ঞান হয়।
উপজেলা আওয়ামী দলের
সভাপতি (আওয়ামী দলের মূল
অংশের) ও উপজেলা পরিষদের
চেয়ারম্যান মো. হারুন আর রশিদ
জানান, শ্রেণীকক্ষে রাজনৈতিক
দলের কার্যালয় স্থাপন অযৌক্তিক।
কার্যালয়টি অপসারণে তিনি মাধ্যমিক
ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের
মহাপরিচালকের কাছে আবেদন
করেছিলেন। আবেদনের
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ওদণ্ড করে
অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (মা-
২) সাধারণত হোসেন বিখাস ২০১১
সালের ১ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে
পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং
প্রধান শিক্ষককে সেটি অপসারণের

নির্দেশ দেন।
নির্দেশ পেয়ে ওই বছরের ২৬
ফেব্রুয়ারি কক্ষটি ছেড়ে দেওয়ার
অনুরোধ জানিয়ে উপজেলা আওয়ামী
দলের সভাপতি ও সাধারণ
সম্পাদকের কাছে প্রধান শিক্ষক
নোটিশ দেন। নোটিশে তাঁরা প্রতির
স্বাক্ষরও দেন। প্রধান শিক্ষক বলেন,
নোটিশের পর আড়াই বছর কেটে
গেলেও দখল ছাড়া হয়নি।
এ প্রসঙ্গে উপজেলা আওয়ামী
দলের সাধারণ সম্পাদক মো.
সহিদুল আলম বলেন, পরিচালনা
পর্ষদের সম্মতিতেই কক্ষটি জাড়া
দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো
পূর্ত জাড়া হয়নি। আর কক্ষটি ছেড়ে
দেওয়ার কোনো নোটিশও এ পর্যন্ত
আমরা পাইনি।
বিষয়টি নিয়ে উপজেলা
আওয়ামী দলের সভাপতি মো.
রেজাউল করিমের সঙ্গে তাঁর
অসুস্থতাজনিত কারণে কোনো
যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
কর্তৃকর্তা মো. হুমায়ুন কবির বলেন,
উর্জ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে এ
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া
হবে।